বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিকেকে-১৩৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ব্যাংককস্থ কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ব্যাংকক, ৩ মার্চ ২০২৩

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ব্যাংককস্থ কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ দূতাবাস ব্যাংকক ও কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আয়োজনে একাডেমিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল কলেজ এর পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক Dr. Ladawan Puangchit, কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল কলেজ এর উপপরিচালক সহযোগী অধ্যাপক Dr. Buncha Chinnasri বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ আব্দুল হাই ।

কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল কলেজ এর উপপরিচালক Dr. Buncha অনুষ্ঠানের শুরুতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত এ সেমিনারে তাঁর বক্তব্যে কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাস ব্যাংকক -এর যৌথ আয়োজনের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট Dr. Puangchit তাঁর স্বাগত বক্তব্যে কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাস ব্যাংকক এর মধ্যে চলমান বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের একাডেমিক আলোচনা গবেষণার ক্ষেত্রকে উন্মোচন করবে। মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ আব্দুল হাই তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বাংলা ও থাই ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের মূল উৎস সংস্কৃত ভাষা, লেখ্য রূপেরও মূল এক- ব্রাহ্মী লিপি। তাই বাংলা ও থাই ভাষার নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তিনি এ ধরণের একাডেমিক সেমিনার নিয়মিতভাবে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ভবিষ্যতেও কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্যানেলিষ্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের থাই ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক Dr. Kowit Pimpuang, সিলাপাকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত স্টাডিজ সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহকারী অধ্যাপক Dr. Sombat Mangmeesukhsiri এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা- এর মহাপরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্যুনিকেশন ডিজওর্ডার বিভাগের অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ। Dr. Kowit Pimpuang তাঁর আলোচনায় থাই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রভাব এবং বাংলা ও থাই ভাষার উৎপত্তিগত সাদৃশ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। Dr. Sombat থাই জীবনাচরণ এবং থাই সাহিত্য রচনায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, থাই বর্তমান চাক্রি

রাজবংশের প্রথম রাজা Ramkhamhaeng- এর হাত ধরে তৎকালীন থাইল্যান্ড (শুথদয় রাজ্যে) -এ বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন শুরু হয় এবং থাই রাজা রামা-৬ এর সময়কালে (প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে) থাইল্যান্ডে থাই ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। থাইল্যান্ডে সংস্কৃত ও পালি ভাষা পবিত্র ও ধর্মগ্রন্থের ভাষা হিসেবে বিবেচিত এবং রাজ কর্মকান্ডে এবং সাহিত্য চর্চায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা- এর মহাপরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্যুনিকেশন ডিজওর্ডার বিভাগের অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ তাঁর আলোচনায় বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি, তৎসম, অর্ধ- তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের প্রচলন, ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে দূতাবাসের মিনিস্টার (রাজনৈতিক) এবং মিশন উপ-প্রধান মিজ মালেকা পারভীন, এনডিসি এ ধরণের আয়োজনের জন্য কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সকল প্যানেলিস্টকে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এ আয়োজনে দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ, কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল কলেজ-এর শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল কলেজ-এর শিক্ষক Mr.Kitsada Samuthsakorn।

অনুষ্ঠান শেষে দূতাবাসের পক্ষ হতে বাংলাদেশি খাবারে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।